মোবাইল ফোনে ভিডিও ও সিনেমা

জাভেদ চৌধুরী

মোবাইল ফোনে এখন সিনেমাও দেখা যাচ্ছে। আর গান শোনা বা ভিডিও ক্লিপিংস তো অনেক পুরনো। যদিও সিনেমার ক্লিপিংস অনেক আগে থেকেই মোবাইল ফোনে দেখা যায়। এখন মেমরি কার্ডের সম্প্রসারণের ফলে এবং ভিডিও অ্যাপ্লিকেশন সহজ হবার কারণে পুরো সিনেমাই মোবাইল ফোনে লোড করা যায়। যারা ঘন ঘন ভ্রমণ করেন তাদের জন্য ভ্রমণকালীন সময়ে সিনেমা দেখার খুব ভালো উপায় হচ্ছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখার অনেক ফরমেট আছে। এগুলোর মধ্যে এমপিথ্রি, এএসএফ, থ্রিজিপি ইত্যাদি জনপ্রিয়। ইন্টারনেট থেকে এ ধরনের ভিডিও ফাইল ডাউনলোড করে মোবাইল ফোনে দেখার ব্যবস্থা করা যায়।

প্রথমেই জেনে নিতে হবে মোবাইল ফোন সেট কোন ধরনের ভিডিও ফাইল সাপোর্ট করে। জনপ্রিয় ভিডিও ফাইল এক্সটেনশনগুলো এখন সব মোবাইল ফোনেই সাপোর্ট করে। প্রত্যেক ফোনে একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারেই ভিডিও ফাইল রাখতে হয়। তাহলে সরাসরি প্লে- লিস্ট থেকে ভিডিও চালানো যায়। এটা একেক ফোনে একেক ফোল্ডারে থাকে এবং জেনে নিতে হবে।

মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখার ব্যবস্থা দুভাবে করা যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ভিডিও ডাউনলোড করে তা দেখা বা পডকাস্টিং আর অন্যটি হচ্ছে স্ট্রিমিং বা ডাউনলোড হবার সময়েই দেখা। এ দুই ধরনের ভিডিও ব্যবস্থাকে মোবাইল ভিডিও কনটেন্ট বলা হয়।

ভিডিও মোবাইল কনটেন্ট হচ্ছে মোবাইল ফোনে ভিডিওর সাপোর্ট। চিত্রভিত্তিক মোবাইল ফোন কনটেন্টের হাত ধরে এখন ভিডিও মোবাইল কনটেন্টের জয়জয়কার। এখনকার বেশিরভাগ মোবাইল ফোনেই এই সুবিধা পাওয়া যায়। অনেক ধরনের মোবাইল ফোন ভিডিওর ফাইল ফরমেটের মধ্যে চারটি ফরমেট খুব জনপ্রিয়। এই ফরমেটগুলো বেশিরভাগ মোবাইল ফোন সাপোর্ট করে। এগুলো হচ্ছে থ্রিজিপি, এমপিইজি ফোর, আরটিএসপি এবং ফ্লাশ লাইট। ইদানীং স্মার্ট মুভি একটি জনপ্রিয় এক্সটেনশন সিমবিয়ান অপারেটিং সিস্টেমসম্বলিত মোবাইল ফোনগুলোতে।

আর যদি পছন্দসই কোনো ভিডিও যেমন গান বা সিনেমা কমপিউটার থেকে বা ভিসিডি থেকে মোবাইল ফোনে চালানোর জন্য কনভার্ট করে নিতে হবে। এমন অনেক কনভার্সন সফটওয়্যার পাওয়া যায়। মোবাইল ফোনের জন্য এমন জনপ্রিয় কনভার্টার হচ্ছে VMD-MOVIE MAKER. জি ও এম কনভার্টার, জেট অডিও ইত্যাদি। শুধু আউটপুট ফাইল ফরমেট সিলেক্ট করে নিতে হবে এমপিথ্রি, এএমএফ, থ্রিজিপি ইত্যাদিতে। সাধারণত কনভার্সনে একটু সময় লাগে। তবে কনভার্সন যত বেশি শক্তিশালী কমপিউটার ব্যবহার করা হবে তত দ্রুত কনভার্ট হবে। আর এই কনভার্সনের সময় কমপিউটার দিয়ে অন্য কোনো কাজ না করাই ভালো। এতে কোয়ালিটি নিয়ে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।

মোবাইল ভিডিও শুধু নয়, যেকোনো ভিডিওতে ফ্রেম রেট একটা বড় ব্যাপার। ফ্রেম রেট হচ্ছে ভিডিওর ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে কত ফ্রেম বা সিকোয়েন্স বা ছবি আপডেট হয় তার হার। ভিডিওর ফ্রেম রেট যত হবে সেই ভিডিওর কোয়ালিটি তত ভালো হবে। ভিসিডি বা ব্লু-রে ভিডিওতে সিকোয়েন্সের পাশাপাশি এই ফ্রেম রেটও অনেক বেশি থাকে বলে সেগুলোর কোয়ালিটি বেশ ভালো থাকে।

মোবাইল ফোনের ভিডিওর ক্ষেত্রে ভিডিওর কোয়ালিটি একটি বড় ব্যাপার। একটু সার্চ করলেই অনেক ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে যেগুলোতে মোবাইল ভিডিও পাওয়া যাবে। কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখানে শুধু মোবাইল ফোনের গান বা মোবাইল ফোনের জন্য সিনেমা পাওয়া যায়। এগুলো মেমরি কার্ডে বা ফোনে সেভ করা যাবে। বেশি বেশি ভিডিও বা সিনেমা মোবাইল ফোনে সেভ করতে চাইলে অন্তত চার গিগাবাইটের মেমরি কার্ড মোবাইলে সংযুক্ত করতে হবে।

মোবাইল ভিডিও'র ওয়েবসাইট

www.mytunebd.com
www.djmasiq.us/video-songs
www.download3gpvideo.com
www.beemp3.com/
www.filestube.com
www.3gpsearch.tv
www.mytunebd.com
www.mp4point.com
www.clukomp4.com
www.gallery.mobile9.com/c/mp4-videos
www.mp4mobi.com
www.bollywoodmp4.com
www.mobighar.com
www.dailypspmovie.com
www.mobileztotal.com
www.ipodarchive.com
www.favoritemusicvideo.com
www.moviesmobile.net
www.vuclip.com
www.loadmob.com
www.moviearena.org,
www.moviesmobile.net
www.movies4mobile.net
www.mobi-movies.org
www.mobilemoviezone.com
www.o2videos.com
www.3gpmobilemovies.net
www.avimobilemovies.com
www.o2cinemas.com

স্ট্রিমিং ভিডিও

স্ট্রিমিং ভিডিও হচ্ছে অনলাইন সার্ভারে আগে থেকে আপলোড করা ভিডিও, যা ডাউনলোড হতে থাকবে আর একই সাথে চলতেও থাকবে। এজন্য দরকার হবে দ্রুতগতির ইন্টারনেট। মূলত দ্রুতগতির ইন্টারনেট বলতে বুঝানো হয় ভিডিওর বিটরেটের হারের চেয়ে ইন্টারনেটের গতি বেশি হতে হবে। তাহলেই ভিডিও দেখতে আটকাবে না। এ ধরনের স্ট্রিমিং ভিডিওর সমস্যা হচ্ছে এগুলো সরাসরি সেভ করা যায় না। অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে ভিডিও ডাটা আসতে থাকবে এবং তা প্রদর্শন হতে থাকবে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গতি যত বেশি হবে সেই ভিডিও তত ভালোভাবে চলবে।

ভডকাস্টিং

ভিডিও পডকাস্টিংকে ভিডিও কাস্টিং বা ভডকাস্টিং বলা হয়ে থাকে। পুরো ভিডিও ডাউনলোড হবার পরে দেখা যায় এমন মিডিয়াকে ভডকাস্টিং বলে। আমরা যে এমপিথ্রি বা ভিডিও মোবাইল ফোনে সেভ করি সেগুলো আসলে ভডকাস্টিং। অনেক সময় এক মোবাইল ফোন থেকে আরেক মোবাইল ফোনে ভিডিও ট্রান্সফার করা হয়ে থেকে। এগুলোও ভডকাস্টিং।

স্ট্রিমিং ভিডিও দেখার জন্য সরাসরি ইন্টারনেটের কানেকশন লাগে এবং ফ্লাশ প্লে-য়ার প্ল-গ ইনস থাকতে হবে মোবাইল ফোনে। এগুলোর সাপোর্টও বেশ কম।

ফিডব্যাক : javedcse1982@yahoo.com